

বাংলাদেশ



গেজেট

অতিবিভক্ত সংখ্যা.

কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রকাশিত

বুধবার, জানুয়ারি ৬, ১৯৯৯

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

অর্থ মন্ত্রণালয়

অভ্যন্তরীণ সম্পদ বিভাগ

[আবগারী]

প্রজ্ঞাপন

ঢাকা, ২০শে পৌষ ১৪০৫ বাং/৩রা জানুয়ারি ১৯৯৯ ইং

এস, আর, ও, নং ২-আইন/৯৯/২৯০-আবগারী।—Excises and Salt Act, 1944 (I of 1944) এর section 12A(1) এ প্রদত্ত ক্ষমতাবলে সরকার অর্থ বিভাগের ১৬ই ভাদ্র, ১৩৯৪ বাং মোতাবেক ২রা সেপ্টেম্বর, ১৯৮৭ ইং তারিখের প্রজ্ঞাপন নং এস, আর, ও' ১৮৩-আইন/৮৭/১৬৮-আবগারী এ নিম্নরূপ সংশোধন করিল, যথা:—

উপরি-উক্ত প্রজ্ঞাপনের—

(ক) শর্ত (২) এর “স্থানীয়ভাবে ঋণপত্র খোলার” শব্দগুলির পরিবর্তে “স্থানীয়ভাবে খোলা (ব্যাক টু ব্যাক) ঋণপত্রের” শব্দগুলি প্রতিস্থাপিত হইবে;

(খ) শর্ত (৩) এর পরিবর্তে নিম্নরূপ শর্ত (৩) প্রতিস্থাপিত হইবে, যথা:—

“(৩) উপাদানকারী ব্যাক টু ব্যাক ঋণপত্র প্রাপ্তির পর আবগারী শুল্ক ব্যতিরেকে তাহার উপাদিত পণ্য কারখানা হইতে খালসের অনুমতির জন্য কমিশনার অথবা কমিশনারের নিকট হইতে ক্ষমতাপ্রাপ্ত সহকারী কমিশনারের নিম্নে নহেন এমন কোন কর্মকর্তা, অতঃপর ক্ষমতাপ্রাপ্ত কর্মকর্তা বলিয়া উল্লিখিত, এর নিকট আবেদন করিবেন, যাহাতে পণ্যের নাম, ট্যারিফ হেডিং, সরবরাহের পরিমাণ, মূল্য, সরবরাহতব্য পণ্য প্রস্তুতে ব্যবহৃত উপকরণের পরিমাণ ও মূল্য, মাষ্টার এজিসির নম্বর ও তারিখ, ব্যাক টু ব্যাক ঋণপত্রের নম্বর, তারিখ ও মূল্য, সরবরাহ গ্রহণকারী প্রতিষ্ঠানের নাম ও ঠিকানা সহ সংশ্লিষ্ট অন্যান্য তথ্য এবং উক্ত পণ্যের ইন্সপেকশন সার্টিফিকেট ইত্যাদির অনুলিপি সংযুক্ত করিবেন.”।

- (গ) শর্ত (৪) এর “সংশ্লিষ্ট কালেক্টর” শব্দগুলির পরিবর্তে “সংশ্লিষ্ট কমিশনার অথবা সংশ্লিষ্ট ক্ষমতাপ্রাপ্ত কর্মকর্তা আবেদনকারীর ঘোষণার আলোকে” শব্দগুলি প্রতিস্থাপিত হইবে;
- (ঘ) শর্ত (৫) এর “সংশ্লিষ্ট কালেক্টরের” শব্দগুলির পরিবর্তে “সংশ্লিষ্ট কমিশনারের অথবা সংশ্লিষ্ট ক্ষমতাপ্রাপ্ত কর্মকর্তার” শব্দগুলি প্রতিস্থাপিত হইবে;
- (ঙ) শর্ত (৬) এর “কালেক্টর” শব্দের পরিবর্তে “কমিশনার” শব্দ প্রতিস্থাপিত হইবে।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

কাজী আনোয়ার হুসেইন

অতিরিক্ত সচিব (পদাধিকারবলে)।

মোঃ আবদুল করিম সরকার (উপ-সচিব), উপ-নিয়ন্ত্রক, বাংলাদেশ সরকারী মুদ্রণালয়,
ঢাকা কর্তৃক মুদ্রিত।

মোঃ আমিন জুবেরী আলম, উপ-নিয়ন্ত্রক, বাংলাদেশ ফরমস্ ও প্রকাশনী অফিস,
তেজগাঁও, ঢাকা কর্তৃক প্রকাশিত।